জাহান্নামের কুকুর

- গীবতকারীকে বুঝানোর এক নতুন ধরণ
- সামনে সাধুবাদ পিছনে নিন্দাবাদ
- বৃক্ষ রোপন করছি
- কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!
- গীবতের দুর্গন্ধ
- আলিমের গীবতকারী রহমত থেকে নিরাশ
- ওলামাদের অবমাননাকর ১০টি বাক্য

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু "গীবত **কি তাবাকারীয়া**" এর ১২৫-১৪৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

জাহান্নামের কুকুর

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "**জাহান্নামের কুকুর**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ২৭৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যা নিজের জন্য পছন্দ করবে তা অন্যের জন্য বলবে

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আপন ভাইয়ের অবর্তমানে তার আলোচনা সেভাবেই করো যেভাবে নিজের অবর্তমানে তুমি তোমার আলোচনা হওয়াটা পছন্দ করবে। (তাম্বিহুল মুগ্তাররিন, ১৯২ পৃষ্ঠা)

অমুক আমার গীবত করেছে একথা শুনে রাগান্বিত হবেন না

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের গীবতকারীর উপর রাগ করা উচিত নয়, তাকে তো তোমার ভালবাসা উচিৎ, কেননা তার গীবত করার কারণে তোমার সওয়াব অর্জন হচ্ছে! যদিও সে এ বিষয়ের নিয়্যত করেনি। তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির প্রতি রাগ করে, যার নেকী নিজের কাছে চলে আসছে, সে বোকা। অবশ্য কোন শরীয়াত সম্মত কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বিশুদ্ধ। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গীবতকারীকে বুঝানোর এক নতুন ধরণ

سُبْحٰنَ الله! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতইনা সুন্দর ধরণ বুঝিয়েছেন, তাঁর বাণী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি গীবতকারীর জবাব দেয়া হয়, তবে এতে ঘৃণা আরো দৃঢ় হবে, ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে আর যদি ভালবাসা সহকারে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়, তবে اِنْ شَآءَ الله সে গীবত করা থেকে বিরত থাকবে। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **'অনৈক্যের চিকিৎসা'** এর ২২-২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই নীতি মনে রাখবেন, আবর্জনাকে আবর্জনা দ্বারা নয় বরং পানি দ্বারাই পরিস্কার করতে হয়। অতএব কেউ যদি আপনার সাথে অশোভনীয় আচরণ করে, তবুও আপনি তার সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করার চেষ্টা করুন اِنْ شَآءَ الله এর ইতিবাচক ফলাফল দেখে আপনার অন্তর অবশ্যই শীতল হবে। **আল্লাহ**র শপথ! ঐ সকল লোক খুবই সৌভাগ্যবান, যারা ইট ছুড়ার প্রতিবাদ পাটকেল দ্বারা দেয়ার পরিবর্তে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয় এবং মন্দকে উত্তম আচরণ দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দকে উত্তম আচরণ দ্বারা

www.dawateislami.net

প্রতিহত করার প্রতি উৎসাহিত করা প্রসঙ্গে **আল্লাহ পাক** ২৪তম পারা সূরা হা-মীম সিজদার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে শ্রোতা! মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

চশমে করম হো এ্যয়চি কেহ মিট জায়ে হার খতা
কোঁয়ি গুনাহ মুঝচে না শয়তা করা সাকে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনার শিকার

হযরত সায়্যিদুনা বকর মুযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে মানুষের দোষ-ত্রুটির মুখপাত্র সেজেছে (অর্থাৎ সকলের কুৎসা রটনা ও গীবত করছে) তবে জেনে রেখো যে, সে **আল্লাহ পাকের** শত্রু এবং **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছে।

(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সামনে সাধুবাদ পিছনে নিন্দাবাদ

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ সকল লোকের প্রতি আশ্চর্য্যবোধ হয়, যারা পিছনে ইসলামী ভাইদের গীবত করে তাদের মান সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে দেয় কিন্তু যখন সামনে আসে তখন খুব ভালবাসা প্রকাশ করে এবং তাদের প্রশংসা করা শুরু করে দেয়।

(তাম্বিহুল মুগতারনিন, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

কপটতার প্রতি ঘৃণা

যখন হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংসার ত্যাগী হয়ে যান, তখন হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: সংসার ত্যাগী হওয়াতে লোকেরা আপনার ফয়েয ও বরকত লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তরে নিচের দু'টি চরণ পাঠ করলেন:

ذَهَبَ الْوَفَاءُ ذِهَابَ اَمْسِ الذَّاهِبِ وَالنَّاسُ بَيْنَ مُخَايَلٍ وَّ مَآرِبِ

يُفْشُوْنَ بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ وَالْوَفَا وَقُلُوْبُهُمْ مَحْشُوَّةٌ بِعَقَارِبِ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ বিশ্বস্ততা গত হওয়া কোন কালের মতো চলে গেছে এবং মানুষ নিজ নিজ ধারনায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। লোকেরা তো একে অপরের সাথে প্রেম ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে কিন্তু তাদের অন্তর পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের অভয়ারন্যে পরিণত! (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২২ পৃষ্ঠা)

বর্তমান সময়ের কপটতার ধরন

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষের কপটতা মূলক আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে একাকিত্ব অবলম্বন করলেন। সেই পূতঃপবিত্র যুগেও এ অবস্থা ছিলো, তো এখনকার যে অবস্থা তার অভিযোগ কার নিকট করবেন। হায়! আজকাল তো অধিকাংশ লোকের অবস্থাই আশ্চর্য্যজনক হয়ে গেছে, যখন তারা পরস্পর মিলিত হয়, পরস্পর খুব শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং কুশলাদী বিনিময় করে, সর্বপ্রকার আথিতেয়তা ও মেহমানদারী করে, কখনো ঠান্ডা পানীয় পান করিয়ে তুষ্ট করে, আবার কখনো চা পান করিয়ে, পান গুটকা দিয়ে মুখ লাল করে দেয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হেঁসে হেঁসে খোশ গল্পে মুখরিত থাকে, কিন্তু নিজের অন্তরে তার ব্যাপারে বিরাজ

করে বিদ্বেষ ও শত্রুতা। তাই তো সাক্ষাতকারীরা যখনই পৃথক হয় তাদের গীবতে মেতে উঠে, তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে উল্লসিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি এরূপ, তমুক ব্যক্তি এরূপ, অমুক ব্যক্তির কি হয়ে গেছে, সর্বদা পরিপাটি হয়ে ঘুরাফেরা করে এবং অমুক ব্যক্তির চালচলন কি অদ্ভূত ধরণের দেখলেই হাসি পায়, অমুক ব্যক্তি কতইনা নির্লজ্জ যে, তার কথা বলতেই আমার লজ্জা হয়, অমুক ব্যক্তিকে অহংকারী মনে হয় যে, মানুষের সাথে কম কথা বলে, অমুক ব্যক্তি হলো বোকা, মানুষের সাথে কথা বলাতে ভারসাম্য রাখতে জানেনা, অমুক ব্যক্তি উপহাসের পাত্র, যেনো হিজড়া! অমুক ব্যক্তি খুবই দুষ্টু, অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আরে সে তো পুরোপুরি ৪২০।

গীবত ওহ চুগলী কি আফত সে বাচে
জাহির ও বাতিন হামারা এক হো

ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা ফরমায়ে
ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা ফরমায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গুনাহের কারণে লজ্জা দেয়ার পরিণাম

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম অংশের ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন গুনাহের জন্য লজ্জা দিলো, যেই গুনাহ থেকে সে তাওবা করেছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে সেও অনুরূপ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। (সুনানে তিরমিযী, ৪/২২৬, হাদীস ২৫১৩)

তাওবাকারীকে লজ্জিত করলো তো নিজে গুনাহে ফেঁসে গেলো

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো, যখন কোন মুসলমান তার কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, তবে এখন তাকে সেই গুনাহের কারণে লজ্জিত করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গটি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বুদ্ধিমানের উচিত, কাউকে তার ঐ গুনাহের জন্য লজ্জিত না করা, (যা থেকে সে তাওবা করে

www.dawateislami.net

নিয়েছে) কেননা আমি একদা কাউকে (তাওবা করার পরও) তার গুনাহের জন্য লজ্জিত করলাম, ফলে বিশ বছর পর আমি সেই গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলাম। **(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ১৯৭ পৃষ্ঠা)**

বৃক্ষ রোপন করছি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযথা বকবক করার অভ্যাস মানুষকে যা বলার মতো নয় তাও বলতে বাধ্য করে এবং প্রবল গীবত করায়, চুগলখোরি করায়, মানুষ নিরব থাকাতেই নিরাপত্তা নিহিত এবং বলতে যদি হয় তবে কল্যাণকর কথাই বলবে, **আল্লাহ**র যিকির করবে, দেখুন! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিহ্বার কিরূপ সুন্দর ব্যবহার সম্পর্কে জানাচ্ছেন, তা আপনারাও শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। **'সুনানে ইবনে মাজাহ'**য় রয়েছে: (একদা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দেখলেন যে, একটি গাছের চারা রোপন করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু হুরায়রা! তুমি কি করছো? আরয করলেন: গাছের চারা রোপন করছি। ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: আমি কি তোমাকে উন্নত মানের বৃক্ষ রোপনের শিক্ষা দিবো! سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرْ পাঠ করাতে প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপন করা হয়। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/২৫২, হাদীস ৩৮০৭)**

জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে

হে আশিকানে রাসূল! এই হাদীসে পাকে চারটি কলেমা ইরশাদ করা হয়েছে: (১) سُبْحٰنَ اللهِ (২) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (৩) وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (৪) اَللهُ اَكْبَرْ। এ চারটি বাক্য পাঠ করলে তবে জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে আর কম পাঠ করলে কম রোপন হবে। যেমন; যদি শুধুমাত্র سُبْحٰنَ اللهِ পাঠ করা হয় তবে একটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। এই বাক্যগুলো পাঠ করার জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করতে থাকুন আর জান্নাতে অধিকহারে বৃক্ষ রোপন করাতে থাকুন।

عُمر راضائع مَکُن در گفتگو   ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو کُن ذِکرِ اُو

(অর্থাৎ অযথা কথা বলে সুন্দর জীবনকে নষ্ট করো না, **আল্লাহ**র যিকির করো, **আল্লাহ**র যিকির করো, **আল্লাহ**র যিকির করো,)

৮০ বছরের গুনাহের ক্ষমা

অনুরূপভাবে জিহ্বার একটি উত্তম ব্যবহার এটাও যে, দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকা এবং গুনাহ ক্ষমা করাতে থাকা। **দুররে মুখতারে** বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে আর তা কবুল হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ পাক** তার আশি (৮০) বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (দুররে মুখতার, ২/২৮৪)

بِسْمِ الله করুন, বলা নিষেধ

কিছু লোক এভাবে বলে থাকে, بِسْمِ الله করুন। "আসুন জনাব بِسْمِ الله "আমি بِسْمِ الله করে নিয়েছি" ব্যবসায়ী ভাইয়েরা দিনের শুরুতে যে মাল বিক্রি করে আমাদের এখানে তাকে 'যাত্রা' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু লোক এটাকেও بِسْمِ الله বলে থাকে। যেমন; "আমার তো আজ এখনো পর্যন্ত "বিসমিল্লাহই" হয়নি।" যে বাক্যগুলো উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো, এ সবই ভুল পদ্ধতি। যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে যায় তখন অধিকাংশ খাবারে রত ব্যক্তিরা তাকে বলে, আসুন আপনিও খেয়ে নিন। সাধারণ

ভাবে উত্তর মিলে, بِسْمِ الله অথবা এভাবে বলে যে, بِسْمِ الله করুন।" **বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত** আছে; "এ অবস্থায় এভাবে بِسْمِ الله বলাকে ওলামায়ে কিরামগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" তবে এটা বলতে পারেন بِسْمِ الله পড়ে খেয়ে নিন। বরং এ অবস্থায় দোয়া সূচক শব্দ বলা উত্তম। যেমন; بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাদের ও আপনাদের বরকত দান করুক। অথবা নিজ মাতৃভাষায় বলে দিন: **আল্লাহ পাক** বরকত দান করুক।

بِسْمِ الله **বলা কখন কুফরি**

হারাম ও অবৈধ কাজের পূর্বে بِسْمِ الله কোন অবস্থাতেই পড়া উচিত নয়। **"ফতোওয়ায়ে আলমগিরী"**তে বর্ণিত আছে; "মদ পান করার সময়, ব্যভিচার করার সময় বা জুয়া খেলার সময় بِسْمِ الله বলা কুফ্‌রী।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ২/২৭৩)

কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ!

মনে রাখবেন! মুখে যিকির ও দরূদ পাঠ করা প্রতিদান ও সাওয়াবের কাজ আর কিছু ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধও,

যেমনটি মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ক্রেতাকে পন্যদ্রব্য দেখানোর সময়, বিক্রেতার এই উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা কিংবা سُبْحٰنَ اللّٰہِ বলা যে, সেই জিনিসের গুনাবলী ক্রেতার নিকট প্রকাশ করবে, তবে তা নাজায়িয। অনুরূপভাবে বড় কাউকে দেখে এই নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করা যে, লোকেরা তার আগমন সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, যাতে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায় এবং আসন ছেড়ে দেয়, (তা) নাজায়িয।

(রদ্দুল মুখতার, ২/২৮১)

স্বাগত জানাতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করা

হে ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত অংশবিশেষের আলোকে (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ) প্রায় ইসলামী ভাইদের বুঝাতে চেষ্টা করি যে, তারা যেনো আমার আগমনে **'আল্লাহ্ আল্লাহ্'** ধ্বনিতে যিকির না করে, কেননা প্রকাশ্যভাবে এতে **আল্লাহ্**র যিকির উদ্দেশ্য নয় স্বাগত জানানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

জু হে গাফিল তেরে যিকির সে যুলজালাল
উস কি গাফলত হে উস পর ওয়াবাল ওয়া নিকাল[১]

১. দুঃখ-আযাব।

www.dawateislami.net

কা'রে গাফলত[১] সে হাম কো খোদায়া নিকাল
হাম হোঁ যাকির[২] তেরে অউর মযকোর[৩] তু

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ (সামানে বখশিশ, ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার নেকী তোমাকে কেনো দিবো?

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে বললো: আমি জানতে পেরেছি আপনি আমার গীবত করেন! বললেন: আমার কাছে তোমার গুরুত্ব এতো বেশি নয় যে, আমি আমার নেকী সমূহ তোমাকে সমর্পণ করে দিবো।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৮৩)

গীবত যেনো নেকী নিক্ষেপের মেশিন

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: গীবতকারীর উদাহরন ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **মিনজানিক** (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের হাতে চালানো পুরোনো দিনের একটি

১. উদাসীনতার গর্ত। ২. যিকিরকারী। ৩. যিকির করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

মেশিন) এর সাহায্যে নিজের নেকীসমূহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিক্ষেপ করছে। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

কখনো গীবত করেননি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু আসেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমি যখন থেকে বুঝতে পারলাম যে, গীবত হারাম, তখন থেকেই আমি কখনো গীবত করিনি।

(তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন নববী, ৮৩৬ পৃষ্ঠা)

যে বেশী কথা বলে সে ভূলও বেশী করে থাকে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'মিনহাজুল আবেদীনে'** বলেন: জিহ্বার হিফাজত করাতে নেক আমল সংরক্ষিত থাকে, কেননা যে ব্যক্তি মুখের লাগাম ধরে রাখেনা, সর্বদা বকবক করতে থাকে, সে সাধারনত মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৫ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে: مَنْ كَثُرَ لَغَطُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ অর্থাৎ যে বেশী কথা বলে, ভূল-ভ্রান্তিও বেশী করে থাকে।

www.dawateislami.net

পাগল হয়ে যাও

হে আশিকানে রাসূল! যদি মুখ দ্বারা বলতেই হয়, তবে তিলাওয়াত করুন, নাত শরীফ পড়ুন, অধিকহারে **আল্লাহ**র যিকির করুন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী:

(১) এত অধিকহারে **আল্লাহ**র যিকির করো যে, লোকেরা যেনো পাগল বলতে থাকে।

(আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, ২/১৭৩, হাদীস ১৮৮২)

(২) **আল্লাহ পাকে**র এত বেশি যিকির করো, যেনো মুনাফিকরা তোমাকে রিয়াকার বলতে থাকে।

(আল মুজামুল কবির লিত তাবরানী, ১২/১৩১, হাদীস ১২৮৭৬)

জান্নাতি প্রাসাদ লাভের ব্যবস্থাপত্র

জিহ্বার যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি ঈমান তাজাকারী বর্ণনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد (সম্পূর্ণ সূরা) দশবার পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যে ব্যক্তি বিশবার

www.dawateislami.net

পাঠ করলো, তার জন্য দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যে ব্যক্তি ত্রিশবার পাঠ করলো, তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মান করেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তখনতো আমাদের অনেক প্রাসাদ হবে। ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ এর চেয়েও বিশাল।" (সুনানে দারামী, ২/৫৫২, হাদীস ৩৪২৯)

আল্লাহ কি রহমত সে তো জান্নাত হি মিলেগি
এ্যয় কাশ! মাহাল্লে মে জাগা উন কে মিলি হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد
تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ
صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

গীবতের দূর্গন্ধ

গীবত করাতে একটি বিশেষ ধরনের দূর্গন্ধ বের হয়। আগে যখন কেউ গীবত করতো তবে দূর্গন্ধের কারণে সকলের জানা হয়ে যেতো যে, গীবত করা হচ্ছে! কিন্তু বর্তমানে গীবত এত বেশি ছড়িয়ে গেছে যে, চতুর্দিক এর দুর্গন্ধে ছেয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দূর্গন্ধ অনুভব হয়না, কেননা আমাদের নাকে

এই দূর্গন্ধ সয়ে গেছে। এটিকে এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, যখন আবর্জনা পরিস্কার করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ এর দূর্গন্ধে সেখানে থাকতে পারে না, কিন্তু মেথরের কিছুই অনুভব হয়না, কেননা তার নাকে এই আবর্জনার দূর্গন্ধ সয়ে গেছে। যেমনটি **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম** খন্ডের ৭২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মিথ্যা এবং গীবত হলো বাতেনি নাপাকি (অর্থাৎ অদৃশ্য আবর্জনা) অতএব মিথ্যুকের মুখ থেকে এমন দূর্গন্ধ বের হয় যে, হিফাযতকারী ফিরিশতারা তখন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, যা হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে আর অনুরূপভাবে একটি দূর্গন্ধ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবহিত করেছিলেন যে, তাদের মূখের দূর্গন্ধ, যারা মুসলমানের গীবত করে এবং আমাদের যে মিথ্যা বা গীবতের দূর্গন্ধ অনুভব হয়না, এর কারণ হলো, আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমাদের নাক তাতে ভরে গেছে। যেমন; ট্যানারির পাশে মহল্লায় যারা বসবাস করে তাদের সেই দূর্গন্ধে কোন কষ্ট হয়না, কিন্তু অন্য কেউ আসলে তবে সে নাক খোলা রাখতে পারেনা। মুসলমানরা এই অনন্য উপকারী বিষয়টি স্মরণ রাখুন এবং **আল্লাহ**কে ভয় করুন, মিথ্যা ও গীবত করা পরিহার করুন। مَعَاذَاللهِ মূখ থেকে পায়খানা নির্গত

www.dawateislami.net

হওয়া কারো কি পছন্দ হবে? বাতেনী নাক খুললে তো বুঝা যাবে যে, গীবত ও মিথ্যা পায়খানার চেয়েও নিকৃষ্ট দূর্গন্ধ। **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মিথ্যা বলে, তখন মিথ্যার দূর্গন্ধে ফিরিশতা এক মাইল দূরে সরে যায়।" (সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৯২, হাদীস ১৯৭৯) হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম হঠাৎ একটি দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো, তখন **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "জানো কি এই দূর্গন্ধ কিসের? এটা তাদেরই দূর্গন্ধ যারা মুসলমানদের গীবত করে।"

(যাম্মুল গীবত লিইবনে আবিদ্দুনিয়া, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭০)

আল্লাহ হামে ঝুট সে গীবত সে বাচানা
মওলা হামে কেয়দি না জাহান্নাম কা বানানা
এ্যয় পেয়ারে খোদা আয পায়ে সুলতানে যামানা
জান্নাত কে মাহাল্লাত মে তু হাম কো বাসানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি নূর

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার শিখা উচিত। অন্যথায় **আল্লাহ**র শপথ! গীবত এবং অপবাদ ও বিভিন্ন গুনাহের আপদ আখিরাতে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। আসলেই যদি নিজের জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করা হয়, তবে প্রতি মুহূর্তে অগণিত নেকী অর্জন করতে পারি। **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বাজারে **আল্লাহ পাকে**র যিকিরকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নূর হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১২, হাদীস ৫৬৭)

দরস দাতাদের জন্য আত্তারের দোয়া

মনে রাখবেন! কোরআন তিলাওয়াত, হামদ ও সানা, মুনাজাত, দোয়া, দরূদ ও সালাম, নাত, খুতবা, দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদি **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী ভাইদের উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে **১২** মিনিট বাজারে **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দেয়া। যতক্ষণ দরস দিবে, اِنْ شَآءَ الله ততক্ষণ অন্যান্য ফযীলত ছাড়াও তার বাজারে **আল্লাহ**র যিকির করার সাওয়াবও অর্জিত হবে। **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরসেরও কি চমৎকার মাদানী বাহার রয়েছে, হায়!

www.dawateislami.net

যদি ইসলামী ভাইয়েরা মসজিদ, ঘর, বাজার, চৌক, দোকান ইত্যাদিতে আর প্রত্যেক ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে প্রতিদিন দু'টি দরস দেয় বা শুনার অভ্যাস করে অধিকহারে সাওয়াব অর্জন করে এবং পাশাপাশি **আত্তারের** এ দোয়ারও অধিকারী হতো: **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে সকল ইসলামী ভাই কিংবা ইসলামী বোন প্রতিদিন দু'টি দরস দিবে বা শুনবে, তাদেরকে এবং আমাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একাকী দরস দেয়ার বরকত

ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বাহারের কথাই কী আর বলবো! লাইনজ এরিয়ার (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাই তার ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ তার দৃষ্টি গলিতে দাঁড়ানো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক পাগড়ীধারী ইসলামী ভাইয়ের উপর পড়লো যে একা একা **চৌক দরস** দিচ্ছিলো। একজন ইসলামী ভাইও দরস শুনার জন্য দাঁড়াচ্ছেনা। সে তো এমনিতেই দ্বীনের প্রতি আমলীভাবে এমন দূরে ছিলো যে,

www.dawateislami.net

সবুজ পাগড়ীধারী দেখলে পালিয়ে যেতো, কিন্তু জানিনা কেনো তাকে একা দরস দিতে দেখে তার কষ্ট অনুভব হলো, ভাবলো যে, চলো বেচারার সাথে কেউ বসছেনা, আমিই গিয়ে বসে যাই, ঘর থেকে বের হয়ে সে **চৌক দরসে** অংশগ্রহণ করলো। سُبْحٰنَ الله তার চৌক দরসে অংশগ্রহন তার সংশোধনের মাধ্যম হয়ে গেলো এবং সে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার নিজ এলাকার **নেক আমলের** যিম্মাদারও অর্জিত হলো। এক সময় ছিলো যখন সে সবুজ পাগড়ীধারীদের দেখলে পালিয়ে যেতো আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ স্বয়ং তার মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট শোভা পাচ্ছে।

কবুলিয়্যতের মানদন্ড কম বেশির উপর নির্ভরশীল নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **ফয়যানে সুন্নাতের** দরসের কী মহান বরকত! ঐ ইসলামী ভাই কিরূপ উৎসাহী ছিলো যে, কাউকে না পেয়ে একাই দরস শুরু করে দিলো! এতে সকলের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, তার একাকী দরস দেয়া একজন মুসলিমনের দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যম হয়ে গেলো। এটাও ভাবুন যে, একাকী দরস দিতে দেখে যখন এরূপ ব্যক্তির অন্তরে

www.dawateislami.net

দয়া এসে গেলো, যে কিনা এসব বিষয় থেকে দূরে পালাতো, তো **আল্লাহ পাক** একাকী কিংবা স্বল্প সংখ্যক লোকের মাঝে দরসদাতাদের কিরূপ ভালবাসেন এবং কিরূপ তাদের প্রতি দয়া করে থাকেন। মনে রাখবেন! কম বেশির মাঝে কবুলিয়্যত নির্ভর করে না। যে সকল ইসলামী ভাই জনসমাগম এবং লাউড স্পিকার না হলে বয়ান বা নাত শরীফ পাঠ করতে রাজি হয় না, তাদের উৎসাহের জন্য আরয করছি যে, **আল্লাহ**র দরবারে শুধুমাত্র একনিষ্ঠতাই বিবেচ্য হবে। উপস্থিতি এবং ভক্তদের আধিক্য হলো কিন্তু একনিষ্টতা পাওয়া গেলো না, তবে কোন উপকার হবে না। নিঃসন্দেহে যতজন আম্বিয়া ছিলেন সবাই **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় ও গ্রহনযোগ্য বান্দা ছিলেন এবং প্রত্যেকেই শতভাগ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিন্তু অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর প্রতি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই ঈমান এনেছিলো।

শুধুমাত্র এক ব্যক্তিই সত্যায়ন করেছিলো

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের ব্যাপারে শাফাআতকারী হবো আর কোন নবীর সত্যায়ন এত করা হয়নি, যত আমাকে সত্যায়ন করা

www.dawateislami.net

হয়েছে, অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) আছেন, যাঁদের সত্যায়ন তাদের উম্মতের মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তিই করেছিলো। (সহীহ মুসলিম, ১২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩২)

৯৫০ বছরে মাত্র ৮০ জন ঈমান এনেছিলো

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই মহান বাণীর একটি অর্থ হলো যে, যত বেশি লোক আমার প্রতি ঈমান এনেছে, তত লোক অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান আনেনি, এটা একেবারে সুস্পষ্ট, কেননা অন্যান্য নবীগণ বিশেষ বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র জগতের নবী। তাছাড়া অন্যান্য নবীদের নবুয়তী যুগ ছিলো সীমিত, পক্ষান্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি আরো লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام সাড়ে নয়শত (৯৫০) বছর দ্বীন প্রচার করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র আশি (৮০) জন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, তন্মধ্যে আটজন তাঁর পরিবারের বাহাত্তর (৭২) জন অন্যান্য ব্যক্তি, **প্রিয় নবী,**

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তেইশ (২৩) বছর দ্বীন প্রচার করেছেন, দেখে নিন আজ পর্যন্ত কি অবস্থা! **(মিরাত, ৮/৭০৬)**

গীবত কবিরা গুনাহ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সহীহ হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে: "(১) গীবত সুদের চেয়েও মারাত্মক (২) যদি এটি (অর্থাৎ গীবত) সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করা হয় তবে তাও দূর্গন্ধময় করে দিবে (৩) (গীবতকারী) জাহান্নামে মৃতদেহ খাচ্ছিলো (৪) তাদের (গীবতকারীদের) চতুর্পাশ্বে দূর্গন্ধময় ছিলো (৫) তাদেরকে (গীবতকারদেরকে) কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিলো।" এরমধ্য থেকে দু'একটি হাদীসে মুবারাকাই তা কবিরা গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, ব্যস যখন এসবই একত্রিত হয়ে যাবে তখন কি গীবত কবিরা বলা হবে না?

(আয্যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কবায়ির, ২/২৮)

আলিমের ব্যাপারে সাবধানতার ঘটনা

হযরত শায়খ আফযালুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট যখন কোন আলিমে দ্বীনের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তখন

(তিনি গীবতে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে) বলতেন: আমি ব্যতিত অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো, আমি তো সকল মানুষকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম হিসেবেই দেখে থাকি (আর প্রত্যেকের ব্যাপারে আমি সুধারনাই পোষণ করে থাকি), আমার নিকট কাশফ বা আধ্যাত্মিক শক্তি নেই যাদ্বারা তাদের ঐ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারি, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট রয়েছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: اَلظَّنُّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثُ[১] **অনুবাদ:** কুধারণা পোষণ করা জঘন্যতম মিথ্যা।

(তাম্বিহুল মুগতাররিন, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ভাল ধারণা পোষণ করা ইবাদত

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমানে কুধারণা পোষণ করার রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানের ব্যাপারে ভাল ধারনা পোষণ করে সাওয়াব অর্জন করা উচিত, যেমনটি **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ ভাল ধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদত। (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৮৮, হাদীস ৪৯৯৩) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের বিভিন্ন

১. সহীহ বুখারী, ৪/১১৭, হাদীস ৬০৬৬।

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেন: অর্থাৎ মুসলমানের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা, তাদের প্রতি কুধারনা পোষণ না করা, এটাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৬/৬২১)

আলিমের গীবতকারী রহমত থেকে নিরাশ

আফসোস! আজকাল مَعَاذَ الله অধিকহারে ওলামাদের গীবত করা হয়ে থাকে। অতএব যদি শয়তান কোন আলিমে দ্বীনের গীবতে প্ররোচিত করে, তবে হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফ্স কবির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বাণীটি স্মরণ করে নিজেকে ভীত করুন: যে ব্যক্তি কোন ফকিহ তথা আলিমে দ্বীনের গীবত করলো, তবে কিয়ামতের দিন তার চেহারায় লিখা থাকবে: **"এ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ।"**

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭১ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের কুকুর কামড়াবে

গীবত ওলামাদের হোক কিংবা সাধারণ মানুষের, গীবত তো গীবতই, **আল্লাহ**র শপথ! এর আযাব সহ্য করা যাবেনা, একদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: মানুষের গীবত করো না,

www.dawateislami.net

অন্যথায় জাহান্নামের কুকুর তোমাকে কামড়াবে।

(তাফসিরে দুররে মনছুর, ৭/৫৭২। মিনহাজুল আবেদীন, ৬৬ পৃষ্ঠা)

নির্জন রাতে যদি কুকুর আক্রমণ করে তবে...

হে আশিকানে রাসূল! উল্লেখিত বর্ণনাটি বারবার পড়ুন এবং কল্পনা করুন যে নিঝুম রাতে কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করে আপনার পিছু নেয় আর আপনি তার কাছ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন, হঠাৎ কুকুরটি লাফ দিয়ে আপনার জামার আচল তার মূখ দিয়ে কামড়ে ধরলো! এমতাবস্থায় আপনার কী অবস্থা হবে! এবার ভাবুন, কোন মুসলমানের গীবত করলেন, মৃত্যুর পর যদি আযাব স্বরূপ জাহান্নামের কুকুর আস্তীন নয় শরীরকে তাও আকড়ে ধরা নয় কামড়াতে শুরু করে, তখন কী অবস্থা হবে!

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাযা হো গি কাড়ি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

ওলামাদের গীবতের ১৫টি উদাহরন

অবস্থা খুবই অবর্ণনীয়, শয়তান অধিকাংশ মুসলমানকে হক্কানী আলিম ওলামাদের থেকে অনেক দূরে

www.dawateislami.net

সরিয়ে রেখেছে, আফসোস! শত কোটি আফসোস! প্রাণ খুলে আলিম ওলামাদের গীবত করা হচ্ছে। ওলামাদের গীবতের কয়েকটি উদাহরন লক্ষ্য করুন: ❋ ওয়াজ করে টাকা নেয় ❋ খুবই কটু ভাষী ❋ পেটুক ❋ শুধু মিঠাই খায় ❋ খাবার পেট ভরে খায় ❋ সেদিন বাম হাতে পানি পান করছিলো ❋ নিজেকে সবচেয়ে বড় আলিম মনে করে ❋ ওয়াজে নাকে কথা বলে ❋ দীর্ঘক্ষণ বয়ান করে ❋ বয়ানে শুধু কিচ্ছা কাহিনীই শুনায় ❋ কণ্ঠও তেমন সুন্দর নয় ❋ ভাই! একটু সামলে চলো **"আল্লামা সাহেব"** ❋ লোভী ❋ বাদ দাও তো দোস্ত! সে তো **মৌলভী** ❋ (مَعَاذَ الله আলিমদেরকে অনেকে ঘৃণা করে এরূপও বলে থাকে) এরা **মোল্লা লোক**।

আলিমের অবমাননা কখন কুফরি আর কখন নয়

সাধারণ মানুষ ও আলিমে দ্বীনের গীবতের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে, আলিমের গীবতে প্রায় তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা ফুটে উঠে, যা খুবই মারাত্মক। আলিমের অবমাননার তিনটি পন্থা এবং এর শরয়ী বিধান বর্ণনা করে আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** ২১তম খন্ডের

www.dawateislami.net

১২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: (১) যদি আলিমে দ্বীনকে "আলিম" হওয়ার কারণে মন্দ বলে, তবে তা সুস্পষ্ট **কুফরি** আর (২) যদি ইলমের কারণে তাঁর সম্মানকে ফরয মনে করে কিন্তু নিজের কোন পার্থিব শত্রুতার কারণে মন্দ বলে, গালি দেয়, অবমাননা করে তবে কঠোর ফাসিক ও ফাজির এবং (৩) যদি বিনা কারণে বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে মানসিক রোগী ও অপবিত্র বাতিনের অধিকারী এবং তার (অর্থাৎ আলিমের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষ পোষণকারীর) ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। **"খোলাসা"**য় রয়েছে: مَنْ اَبْغَضَ عَالِمًا مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْر অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিনা কারণে আলিমে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তার কুফরের ভয় রয়েছে। **(খোলাসাতুল ফতোয়া, ৪/৩৮৮)**

ওলামাদের অপমান করা সম্পর্কীত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করছি

বেআমল আলিমের অপমান

প্রশ্ন: বেআমল আলিমের অপমানও কি **কুফরি?**

উত্তর: ইলমে দ্বীনের কারণেই বেআমল আলিমের অপমান

www.dawateislami.net

করাও **কুফরি**। বেআমল আলিমও ইলমে দ্বীনের কারণে মূর্খ ইবাদতকারী থেকে শতগুণ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোরআন শরীফে তাঁদেরকে (অর্থাৎ হক্কানী ওলামাদের) সাধারণভাবে উত্তরসূরী বলা হয়েছে, এমন কি তাঁদের মধ্যে যারা বেআমল (আলিম) তাদেরকেও পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ আকিদা উপর অটল (তথা বিশুদ্ধ সুন্নী সম্পন্ন) এবং হেদায়তের প্রতি মানুষদের আহ্বানকারী হয়, কেননা **পথভ্রষ্ট** (আলিম) **ও পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী** (মৌলভী) **নবীদের উত্তরসূরী নয় বরং ইবলিসেরই উত্তরসূরী**। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ তবে হ্যাঁ, **আল্লাহ পাক** সমস্ত ওলামায়ে শরীয়াতকে কোথায় উত্তরসূরী বলেছেন? এমন কি তাঁদের মধ্যে বেআমলদেরকেও! তবে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম আপন মনোনীত বান্দাদেরকে। সুতরাং

www.dawateislami.net

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ﴿۳۲﴾

(পারা ২২, সূরা ফাতির, ৩২)

তাদের মধ্যে কেউ আপন প্রাণের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ মধ্যম চালচলনের, আর তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে যারা **আল্লাহ**র নির্দেশে সৎকর্ম গুলোর মধ্যে অগ্রগামী হয়ে গেছে এটাই মহা অনুগ্রহ।

উল্লেখিত আয়াতে করীমাটি **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'** ২১তম খন্ডের ৫৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করার পর আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: **দেখুন, বেআমল** (আলিম) **যে গুনাহে লিপ্ত হয়ে নিজের নফসের উপর অত্যাচার করছে, তাদেরকেও কিতাবের উত্তরসূরী বলা হয়েছে আর শুধু উত্তরসূরী নয় বরং নিজের মনোনীত বান্দাদের মধ্যেও গণনা করা হয়েছে**। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতের তাফসীরে ইরশাদ করেন: আমাদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তারাতো সফলতায় উন্নীত হয়েই গেছে এবং যারা মধ্যম অবস্থায় তারাও মুক্তিপ্রাপ্ত আর যারা নিজের নফসের উপর অত্যাচার করেছে (অর্থাৎ গুনাহগার) তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/২৫) আলিমে

www.dawateislami.net

শরীয়াত যদি নিজের ইলম অনুযায়ী আমলকারীও হয়, (তবে সে তো) চাঁদের ন্যায়, (যে) নিজেও আলোকিত এবং তোমাকেও আলো দান করে, অন্যথায় (বেআমল আলিম) প্রদীপতুল্য, কেননা সে নিজে তো জ্বলে কিন্তু তোমাদের উপকার করে। **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভূলে যায়, সেই প্রদীপের ন্যায়, যা মানুষদেরকে আলো দান করে এবং নিজে জ্বলতে থাকে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৭৪, হাদীস ১১)

মূর্খকে আলিমের চেয়ে উত্তম মনে করা কেমন?

প্রশ্ন: মূর্খ ব্যক্তিকে আলিমের চেয়ে উত্তম মনে করা কেমন?

উত্তর: যদি ইলমে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনার্থে মূর্খ ব্যক্তিকে আলিমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়, তবে তা **কুফরি**। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: এভাবে বলা "ইলমের চেয়ে মূর্খতা শ্রেয় অথবা আলিমের চেয়ে মূর্খই উত্তম।" এটা **কুফরি**। **(মাজমায়ুল আনহার, ২/৫১১)** যদি ইলমে দ্বীনের অবমাননা উদ্দেশ্য হয়।

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের কূপের ব্যাঙ বলা

প্রশ্ন: ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের কিংবা আলিমে দ্বীনকে অবজ্ঞার নিয়্যতে কূপের ব্যাঙ বলা কেমন?

উত্তর: **কুফরি**।

"মৌলভীরা কি জানে" বলা কেমন?

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে অবজ্ঞা সহকারে বলল: "**মৌলভীরা কি জানে!**" তার এরূপ বলাটা কেমন?

উত্তর: **কুফরি**। আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**মৌলভীরা কি জানে!**" বলা **কুফরি**। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/২৪৪) যদি ওলামার অবমাননা উদ্দেশ্য হয়।

"ধর্ম পালন মৌলভীরাই কঠিন করে দিয়েছে" এরূপ বলা কেমন?

প্রশ্ন: এরূপ বলা কেমন যে "**আল্লাহ পাক** দ্বীনকে সহজ করে অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু মৌলভীরাই তা কঠিন বানিয়ে দিয়েছে!"

www.dawateislami.net

উত্তর: এটি ওলামাদের অবমাননার কারণে **কুফরি** বাক্য। কেননা ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: اَلْاِسْتِخْفَافُ بِالْاَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ অর্থাৎ সৈয়দ বংশীয় লোক ও ওলামাদের অবজ্ঞা করা **কুফরি**।

(মাজমায়ুল আন্হার, ২/৫০৯)

মৌলভীদের মতো ধরণ

প্রশ্ন: সুন্নী আলিমে দ্বীনের অনুকরণে কোরআন হাদীসের আলোকে করা কোন মুবাল্লিগের বয়ানকে অবমাননা স্বরূপ "মৌলভীদের মতো" বলা কেমন?

উত্তর: **কুফরি**। কেননা এতে হক্কানী ওলামাদের অবমাননার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

"সমস্ত আলিমরাই জালিম" বলার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: "সমস্ত আলিমরাই জালিম" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: সাধারনত হক্কানি ওলামাদের সম্পর্কে এরূপ বাক্য বলা **কুফরি**।

www.dawateislami.net

আলিমে দ্বীনকে অবজ্ঞা করে মোল্লা বলা

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ওলামায়ে কিরামকে অবজ্ঞার নিয়্যতে "**মোল্লা**" বা "**মোল্লা লোক**" বললো, তার জন্য কি হুকুম?

উত্তর: যদি ইলমে দ্বীনের কারণে ওলামায়ে কিরামের অবজ্ঞার নিয়্যতে এরূপ বলে, তবে তা **কুফরি** বাক্য। যেমনটি মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি (অবজ্ঞার নিয়্যতে) আলিমকে 'উয়াইলম' বা আলাভীকে (তথা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর বংশধরদের) 'উলায়ভী' বললো, সে **কুফরি** করলো। (মিনহুর রওয লিল কারী, ৪৭২ পৃষ্ঠা) উর্দু ভাষীরা 'উয়াইলম' বা 'উলায়ভী' বলেনা। অবশ্য অনেক সময় নির্বাক লোকদের মূখ থেকে মোলোয়া, মুল্লোড ইত্যাদি শব্দ শুনেছি বলে (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এর) মনে পড়ছে। যাই হোক ইলমে দ্বীনের কারণে আলিমে দ্বীনদের অবমাননা করা কিংবা আলাভী সাহেবানদের বা সৈয়দ বংশীয় লোকদের তাদের সম্মানিত বংশের কারণে কোন ধরণের অবমাননাকর শব্দ বলা **কুফরি**।

www.dawateislami.net

"মৌলবী হলে ভাতে মরবে" বলা

প্রশ্ন: "দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করলে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারবে আর ইলমে দ্বীন শিখে মৌলভী হলে ভাতে মরবে" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: এই বাক্যে ইলমে দ্বীনের অবমাননার বিষয়টি সুস্পষ্ট, এজন্য **কুফরি**। বক্তার উপর তাওবা ও ঈমান নবায়ন করা আবশ্যক আর যদি ইলম ও ওলামাদের অবমাননা করা উদ্দেশ্য ছিলো তবে তো অকাট্য কুফর, বক্তা কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেলো এবং তার বিবাহ ভেঙ্গে গেলো ও অতীতের নেক আমলসমূহও নষ্ট হয়ে গেলো।

ওলামাদের অবমাননাকর ১০টি বাক্য

(১) যত মৌলভী আছে সবাই বদমাশ, এরূপ বলা **কুফরি**, যদি তা ইলমে দ্বীনের কারণে ওলামায়ে কিরামের অবমাননার নিয়্যতে তা বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ৪/৪৫৪) (২) এরূপ বলা: "আলিমরা দেশ নষ্ট করে দিয়েছে"। এটা **কুফরি** বাক্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬০৫) (৩) এরূপ বলা **কুফরি** যে, "মৌলভীরা ধর্মকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে" (৪) যে বলবে: "ইলমে দ্বীন শিখে কি করবো! পকেটে টাকা

www.dawateislami.net

থাকা চাই।" বক্তার উপর **কুফরি**র হুকুম বর্তাবে। (৫) কেউ আলিমকে বললো: "যান এবং ইলমে দ্বীনকে কোন পাত্রে সামলে রাখুন!" এটি **কুফরি**। (আলমগিরী, ২/২৭১) (৬) যে বললো: "ওলামারা যা বলেন, তা কে পালন করতে পারবে!" এই উক্তিটি **কুফরি**। কেননা এই বাক্য দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, শরীয়াতে এমন বিধান রয়েছে যা ক্ষমতার বাইরে বা ওলামারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে مَعَاذَ الله (মিনহুর রওয, ৪৭১) (৭) এরূপ বলা: "সরীদের (রুটি ও মাংসের ঝোল মিশ্রিত) পেয়ালা ইলমে দ্বীন অপেক্ষা উত্তম।" এটা **কুফরি** বাক্য। (প্রাগুক্ত, ৪৭২ পৃষ্ঠা) (৮) আলিমে দ্বীনের প্রতি তাঁর ইলমে দ্বীনের কারণে বিদ্বেষ পোষণ করা **কুফরি**। (৯) যে বলবে: "আলিম হওয়ার চেয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাই উত্তম।" এরূপ ব্যক্তার উপর **কুফরি**র হুকুম বর্তাবে। (আলমগিরী, ২/২৭১) (১০) মনে রাখবেন! শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতেরই সম্মান করা যাবে। অবশিষ্ট বদমাযহাব ওলামা যারা রয়েছে, তাদের ছায়া থেকেও দূরে থাকুন, কেননা তাদের সম্মান করা হারাম, তাদের বয়ান শুনা, তাদের বই পুস্তক অধ্যয়ন করা এবং তাদের সহচর্য অবলম্বন করা হারাম এবং ঈমানের জন্য বিষতুল্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গীবত থেকে বাঁচার সহজ ওযীফা

হযরত আল্লামা মাজদু দ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত: যখন কোন মজলিশে অর্থাৎ লোকদের মাঝে বসো তবে বলো: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবে, যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে আর যখন মজলিশ থেকে উঠবে যাও তখন বলো: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবে যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে।

(আল কাউলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৭৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net